দৈনিক

2 FEB 2017

তালতলীতে স্কুল আছে ছাত্র নেই

ক্লাসে শিক্ষক না থাকলেও হাজিরা খাতায় আছে স্বাক্ষর

■ আমতলী (বরগুনা) সংবাদদাতা

বিদ্যালয় আছে নেই শিক্ষার্থী। ক্লাসে পাওয়া যায়নি কোনো শিক্ষককে। অথচ হাজিরা খাতায় নিয়মিত স্বাক্ষর দিচ্ছেন শিক্ষকরা। ছাত্র-শিক্ষকবিহীন এই স্কুলে কর্মচারী নিয়মিত জাতীয় পতাকা উড়িয়ে যাচ্ছেন । অবিশ্বাস্য হলেও সত্য এমনই একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয় রয়েছে বরগুনার তালতলী উপজেলার কড়ইবাড়িয়া ইউনিয়নে। নাম- আলহাজ্ব নাসির উদ্দিন মাধ্যমিক বিদ্যালয়।

বিদ্যালয় সূত্রে জানা গেছে, ১৯৯৩ সালে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর ২০০০ সালে এমপিওভুক্ত হয়ে বেশকয়েক বছর সুনামের সঙ্গে পরিচালিত হলেও বর্তমানে প্রধান শিক্ষক মোঃ আবু হানিফের অনিয়ম, দুর্নীতি ও স্বেচ্ছাচারিতার কারণে শিক্ষার্থী শূন্য হয়ে পড়েছে বিদ্যালয়টি। বর্তমানে ৪ জন শিক্ষক ও ১ জন কর্মচারী রয়েছের বিদ্যালয়টিতে। প্রধান শিক্ষকের স্বেচ্ছাচারিতার কারণে সম্প্রতি ৩ জন শিক্ষক অন্যত্র চলে গেছেন। ২০১৬ সালে বিদ্যালয় সংস্কারের নামে অর্ধলক্ষাধিক টাকা সরকারি বরাদ্দ আত্মসাৎ করেন প্রধান শিক্ষক। প্রধান শিক্ষক তার স্বার্থসিদ্ধির জন্য গোপনে তার আপনজন ছোটবগী ইউনিয়নের বাসিন্দা মো: হারুন অর রশিদ হাওলাদারকে পরিচালনা পরিষদের সভাপতি করে নানা অনিয়ম ও দুর্নীতি চালিয়ে যাচ্ছেন। এসব কারণে প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে বিদ্যালয়ের দাতা সদস্য ও অভিভাবকদের মধ্যে মতানৈক্যের সৃষ্টি হয়। গত সোম, মঙ্গল ও বুধবার পর পর এই ৩ দিন সকাল ১১টার দিকে ঐ স্কুলে সরেজমিনে উপস্থিত হয়ে সেখানে কোনো ছাত্র শিক্ষক পাওয়া যায়নি।

বিদ্যালয়ের দাতা সদস্য আলী আকবার হাওলাদার, স্থানীয় সুলতান হাওলাদার ও জুয়েল জানান, ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণিতে ৩-৪ জন করে শিক্ষার্থী রয়েছে। নবম ও দশম শ্রেণিতে কোনো শিক্ষার্থীই নেই। কিন্তু প্রধান শিক্ষক ওই ২ শ্রেণিতে ২২-২৫ জন শিক্ষার্থী দেখিয়ে বই সংগ্রহ করেছেন। প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে স্থানীয় লোকজন, অভিভাবক ও বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদের অন্য সদস্যদের সঙ্গে সম্পর্কের টানাপড়েনের কারণে লেখাপড়ার পরিবেশ না থাকায় স্কুলটি ছাত্রশূন্য হয়ে পড়েছে। শিক্ষার্থী না থাকায় শিক্ষকরাও এখন আর বিদ্যালয়ে আসেন না। শিক্ষকরা মাঝে মধ্যে বিদ্যালয়ে এসে হাজিরা খাতায় স্বাক্ষর করে যান। এ ব্যাপারে প্রধান শিক্ষক মোঃ আবু হানিফকে তার মুঠোফোনে বারবার কল করেও পাওয়া যায়নি (০১৭৬১০৯২৯৮৪)।

বিদ্যালয় পরিচালনা পরিষদের সভাপতি মো: হারুন অর রশিদ হাওলাদার জানান, কোনো রকমে বিদ্যালয়টি চলছে। ছাত্র-ছাত্রী নেই কেন- এমন প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান, পাশেই আরেকটি বিদ্যালয় থাকায় ছাত্র-ছাত্রীরা এই স্কুলে কম আসে। তা ছাড়া এখানে শিক্ষক ও করণিক নেই যে কারণে বিদ্যালয়টির এই হাল।

জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা ও তালতলী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা (অতিরিক্ত দায়িত্ব) মোঃ শাহাদাত হোসেন জানান, আমি গত ২৬ জানুয়ারি বরগুনায় যোগদান করেছি। স্কুলটির বিষয়ে আমার জানা নেই। বিষয়টি তদন্তপূর্বক আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

আমতলী (বরগুনা): তালতলী উপজেলার আলহাজ নাসিরউদ্দিন মাধ্যমিক বিদ্যালয়। যেখানে পর পর তিনদিন গিয়েও পাওয়া যায়নি কোনো শিক্ষক বা শিক্ষার্থীকে -ইত্তেফাক